করে তাওয়াফ, সাঈ ও জামারায় এবং মসজিদুল হারাম সমূহে চলাচলের সময় নারী-পুরুষের ভীড়ের মাঝে আপন দৃষ্টিকে সংযত করুন, অত্যন্ত বিনয় এবং সতর্কতার সাথে চলাচল করুন। আপনার শরীর দ্বারা অন্য হাজী যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয়, খেয়াল রাখুন। আপনি আঘাত প্রাপ্ত হলে ধৈর্য্য ও বিনয়ের সাথে সংবরন করুন, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন। (আপনি যদি মানুষের ছোট ছোট অপরাধ ক্ষমা করতে না পারেন, তাহলে মহান আল্লাহ কিভাবে আপনার একেকটি হিমালয় সমমানের কোটি কোটি পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করবেন?)। আপনার আমীরকে শতভাগ আনুগত্য ও সহযোগিতা করবেন।

১১. ফরয সালাতের পর পাঠ করার যিকির সমূহঃ

প্রত্যেক ফরয সালাতের পর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রদর্শিত যিকির/তাজবীহ সমুহ পাঠ করুন:

ক. 'আল্লাহু আকবর, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারকতা রব্বানা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।

খ. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর'। 'লা হাওলা, ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আজিম'।

গ. আল্লাহুম্মা লা-মানি'আ লিমা আ'অত্বাইতা, ওয়ালা মু'অত্বিয়া লিমা মানা'অতা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

ঘ. সুবহানাল্লাহ [৩৩ বার], আলহামদুলিল্লাহ [৩৩ বার], আল্লাহু আকবর [৩৪ বার]

ঙ. আয়াতুল কুরসী [১ বার] (সূরা বাকারা'র ২৫৫ নম্বর আয়াত)।

চ. ফজর ও মাগরিব সালাতের পর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস [৩ বার]। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইয়ুহয়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বদীর' [১০ বার]।

১২. দো'আ কখন-কোথায় করবেনঃ

মুলতাজিম একটি অন্যতম দো'আ কবুলের স্থান। হজরে আসওয়াদ, হাতিম, মাতাফ, মাকামে ইব্রাহীম, সাফা-মারওয়া,

তাওয়াফ ও সাঈ'র সময়, জমজম পানি পানের সময় দো'আ করবেন। মিনা, আরাফাত (সূর্য্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে), মুযদালিফা (রাতে এবং ফজরের নামাজের পর মুজদালিফা ত্যাগের পূর্ব মূহুর্তে) এবং মিনায় জামারায় সুগরা ও জামারায় উসতায় কংকর নিক্ষেপের পর দো'আ করবেন। মদীনায় রিয়াদুল জান্নাতে নামাজ পড়ার পর এবং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেওয়ার পর বাহির হয়ে কিবলামূখী হয়ে দো'আ করবেন। হজ্জ সফরের প্রারম্ভে বাড়ীতে, মীকাতে ইহরাম বাঁধার পর এবং পুরো সফরে বেশী বেশী দো'আ করবেন।

একটি আদর্শ দো'আর বিষয়বস্তুঃ

প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়া। আল্লাহর কাছে সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। সকল কাজে সাফল্য ও কল্যাণের জন্য একান্ত ভাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার আবদার করা। ছোট মনে করে কোন বিষয় আল্লাহর কাছে বলতে সংকোচ না করা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'জুতার একটি ফিতার প্রয়োজন হলেও আল্লাহর কাছে চাও'। সকল বিষয়ে আল্লাহর দায়িত্ব বা হাওলা করা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ এবং আল্লাহর প্রশংসা করে দো'আ শেষ করা।

১৩. কুরআন তিলাওয়াত করুন

হজ্জ সফরে পবিত্র কুরআন অন্তত একবার সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করুন এবং অবশ্যই এর বাংলা অর্থও পড়ুন, বুঝুন এবং অন্যদের কাছে প্রচার করুন। কুরআন তিলাওয়াত করবেন কখন? মসজিদুল হারামে তাহাজ্জুদ নামাজের পর হতে ফজর পর্যন্ত এবং আসর নামাজের পর হতে ইশা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের চমৎকার সময়। প্রতি ফরজ নামাজ শেষে অথবা আপনার সুযোগ-সুবিধা মত সময়ে। বাংলা অর্থসহ কুরআন শরীফ আজই সংগ্রহ করুন।

Feedback: ______
Qur'an Teaching Research & Training Centre.
macsystembd@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মক্কা আল মোকাররমা ও মদিনা মুনওয়ারায়

হাজীর এক দিনের কিছু কার্যাবলী

১. মিসওয়াক করুনঃ

'মিসওয়াক মুখের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়' *(মুসলিম)*। 'যদি এটা আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হত তাহলে আমি প্রতি সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম' *(বুখারী, মুসলিম)*। 'মিসওয়াক করে যে নামাজ পড়া হয়, সে নামাজের সওয়াব মিসওয়াক না করে পড়া নামাজের সত্তর গুন বেশী' *(বায়হাকী)*।

২. ওজু সহকারে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুনঃ

ওজু খানায় ভীড়ের কারনে হোটেল থেকেই ওযু করে নিন। ওযুর শুরুতে বলুন ***'বিসমিল্লাহি'***। ওযু শেষে কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করুন এবং নিম্নের দো'আটি পড়ুনঃ ***'আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাত তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহহীরীন'*** *(হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন)*।

৩. বাথরুম/টয়লেটে প্রবেশ কালে দো'আ পড়ুনঃ

বাম পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং বলুন ***'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ'*** *(হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)*।

ডান পা দিয়ে বাথরুম/টয়লেট হতে বাহির হওয়ার সময় পড়ুনঃ **'গুফরানাকা'** *([হে আল্লাহ!] আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)*।

৪. মসজিদুল হারাম এ প্রবেশের সময় দো'আ পড়ুনঃ

ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং বলুনঃ ***'বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসুলিল্লাহ! আল্লাহুম্মাফ তা'লী আবওয়াবা রহমাতিক'*** (আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি! অসংখ্য দরুদ ও সালাম রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন)।

৫. মসজিদুল হারাম (মসজিদ) হতে বের হওয়ার দো'আঃ

বাম পা দিয়ে বের হবেন এবং বলুন ***'বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু 'আলা রসুলিল্লাহ! আল্লাহুমা ইন্নিআস আলুকা মিন ফাদলিক'*** (আল্লাহর নামে বের হচ্ছি! অসংখ্য দরুদ ও সালাম রাসুল (সাঃ) এর প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি)।

৬. আযান এর সময় এবং শেষে দো'আ ও তাসবীহঃ

আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেয়া এবং শেষে দো'আ করা সুন্নাত। মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের শব্দগুলো পূণরাবৃত্তি করুন। ***'হাইয়্যা 'আলাসসলা ও হাইয়্যা 'আলাল ফালা'র*** ক্ষেত্রে, ***'লা-হাওলা ওয়াঅলা' কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ'*** এবং আযান শেষে দো'আ পড়ুনঃ (***আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিতাম্মা, ওয়াসসলা তিলক্বয়িমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলা, ওয়াব'আছহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহ, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী-'আদ***)।

৭. ফরজ নামাজ ছাড়াও সুন্নাত/নফল নামাজ আদায় করুনঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদুল হারামে জামাতের সাথে আদায় করবেন। এছাড়াও অন্যান্য সুন্নাত/নফল নামাজও পড়বেন।

ক. তাহিয়্যাতুল ওজু ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (দাখলুল মসজিদ) নামাজঃ যখনই ওজু করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তখনই ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল ওজু নামাজ পড়বেন এবং যখন মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তখন ২ রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজটি পড়বেন (প্রবেশ মাত্রই ফরজ তাওয়াফ ব্যতীত এবং যদি ফরজ জামাত আরম্ভ না হয়)।

খ. তাহাজ্জুদ নামাজঃ মসজিদুল হারামে গিয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করবেন। তাহাজ্জুদ নামাজ কমের পক্ষে ৪ রাকাত।

গ. এশরাকের নামাজঃ এই নামাজের ওয়াক্ত সূর্য্য উদয়ের কিছুক্ষণ (প্রায় ২৩ মিনিট) পর হতে এক/দেড় ঘন্টা পর্যন্ত! দুই রাকাত করে ৪ রাকাত। [আপনি যদি ফজর নামাজ শেষে ক্বাবাঘর তাওয়াফ করেন কিংবা মদিনায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা জিয়ারত করেন তাহলে তাওয়াফ অথবা জিয়ারত শেষে এশরাক নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যাবে। ক্বাবাঘর তাওয়াফ করলে প্রথমে সালাতুত তাওয়াফ নামাজ পড়বেন, তারপর এশরাকের নামাজ পড়বেন]।

ঘ. যাওয়ালের নামাজঃ দিপ্রহরের পরপরই ২ রাকাত করে ৪ রাকাত নামাজ ।

ঙ. জানাযার নামাজঃ মসজিদুল হারাম সমূহে প্রায় প্রত্যেক ফরজ জামাতের পর জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে! তাই ফরজ জামাতের পরপরই অন্য নামাজের নিয়ত করবেন না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রদর্শিত ফরজ নামাজ শেষে তাসবীহ-দো'আ পড়তে থাকবেন এবং জানাযা নামাজের ঘোষণা হলে জানাযার নামাজ আদায় করবেন। জানাযার নামাজ আদায়ের এই সুযোগ আপনি (বিশেষ করে মহিলারা) বাংলাদেশে এসে পাবেন না! জানাযার নামাজের নিয়ম কানুন অবশ্যই হজ্জ/উমরাহ গমনের পূর্বে ভালভাবে জেনে নিন এবং দো'আ গুলো মুখস্থ করুন। ৪ তাকবীরের সাথে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। (১). ১ম তাকবীরঃ ঈমামের ***'আল্লাহু আকবর'*** বলার সাথে সাথেই আপনিও দুই হাত উঠিয়ে ***'আল্লাহু আকবর'*** বলে হাত বেঁধে নিয়ে ***'সানা অথবা সুরা ফাতিহা'*** পড়ুন। (২). ২য় তাকবীরঃ ঈমাম যখন ২য় বার ***'আল্লাহু আকবর'*** বলবেন, আপনিও তাকবীর বলে ***দরুদ শরীফ*** পড়ুন। (৩). ৩য় তাকবীরঃ ঈমামের ৩য় তাকবীরের সাথে ***'আল্লাহু আকবর'*** বলুন এবং নিম্নের দো'আটি পড়ুন। ***'আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হাইয়িনা ওয়া মায়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্য়িহি আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতা ওয়াফ'ফাহু আলাল ঈমান'*** (হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের মাঝে যাদের আপনি জীবিত রেখেছেন, তাদের আপনি ইসলামের উপর জীবিত রাখুন, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন)। (৪). ৪র্থ তাকবীরঃ ঈমামের ৪র্থ বার তাকবীর বলার পর আপনিও 'আল্লাহু আকবর' বলুন ও সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করুন। জানাযার নামাজে তাকবীর গুলো বলা ফরজ।

৮. মসজিদুল হারামে ব্যয় করুন মূল্যবান সময়ঃ

প্রয়োজনীয় জরুরত (নিদ্রা, গোসল, টয়লেট, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি) ব্যতীত হোটেলে বসে থাকবেন না, হারামে চলে আসুন। হোটেলে বসে থাকলে আপনি গল্প/আড্ডা/গীবৎ সহ অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত হতে পারেন! আর হারামে এলে অবশ্যই আপনি ক্বাবাঘর তাওয়াফ, কুরআন তিলাওয়াত, সুন্নাত/নফল নামাজ ও তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি সৎকর্মে/ইবাদতে নিয়োজিত থাকবেন। **বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করুন।**

৯. জমজমের পানি পানঃ

জমজমের পানি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **'পৃথিবীর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে জমজমের পানি'**। তিনি জমজমের পানি পান করতেন এবং বলতেন **'এটা বরকতময়, পরিতৃপ্তিকারী এবং রুগীর প্রতিষেধক'**।

জমজমের পানি পানের আদবঃ ১. বিসমিল্লাহ বলুন ২. ক্বিবলামুখী হোন ৩. দো'আ করুন ৪. দাঁড়িয়ে অথবা বসে যেভাবে সুবিধা হয় পান করুন, ৫. তিন নিঃশ্বাসে পান করুন, ৬. তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে পান করুন, ৭. পানি পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলুন। জমজমের পানি পানের দো'আঃ ***'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আ, ওয়ারিযক্বাও ওয়াসি'আ, ওয়াশিফাআম মিন কুল্লি দা'ঈ'***। (হে আল্লাহ! আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন, পর্যাপ্ত রিযিক দান করুন, সকল রোগের শেফা দান করুন)।

১০. মানব সেবা/হাজীদের সেবায় নিয়োজিত হোনঃ

বয়োবৃদ্ধ দূর্বল হাজীদের ঠান্ডা-জ্বর-কাশি, পায়ের ব্যাথা, পেটের পীড়ায়, বাংলাদেশ মিশনের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সাহায্য করুন। মক্কা-মদিনা-মীনা-আরাফায় বৃদ্ধ হাজীরা অনেক সময় তাদের হোটেল বা তাবু হারিয়ে ফেলেন, একটু সময় দিন! একজন পথহারাকে পথের সন্ধান দিন! ক্ষুদ্রতম হতে বৃহত্তর কোন কাজের প্রতিদান মানুষ থেকে আশা করবেন না। একটু সচেতন হলেই মহান আল্লাহর মেহমানের সেবার এই সুযোগ হতে আপনি বঞ্চিত হবেন না। আপনি যেমন আল্লাহর মেহমান, উপস্থিত সকল হাজীও আল্লাহর মেহমান। সংকল্প করুন এ সফরে কারো সাথেই ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন না এবং অন্যের ঝগড়ার কারনও আপনি হবেন না, সকল হাজীকে সম্মানের চোখে দেখবেন। শরীর ও চোখ হেফাজত করুন। বিশেষ